সংবাদ

তারিখ 23 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনুন

দেশের ১৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে সবচেয়ে মেধাবীদের নিয়োগ দেয়া কাম্য হলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) গবেষণা প্রতিবেদনে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে তিন লাখ থেকে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত অবৈধ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। আবার কোন কোন নিয়োগে আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যখন একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী, আত্মীয় বা একই এলাকার প্রার্থী হয় তখন তার নিয়োগ আরও সহজ হয়ে যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রভাষক নিয়োগে বিধিবহির্ভূতভাবে আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে ভিসি, শিক্ষক নেতা, রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকতা-কর্মচারী, বিশেষত ছাত্রনেতা, ক্ষমতাসীন দলের নেতা ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের একাংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকেন। এসব ব্যক্তি সাধারণত ঘুষের অর্থ সরাসরি গ্রহণ করেন না। রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, নিয়োগ কমিটির সদস্যদের একাংশের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়, ছাত্রনেতা, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকর্মী ইত্যাদির মাধ্যমে নগদে বা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন হয়ে থাকে। এই বিধিবহির্ভূত লেনদেন মূলত মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে হয়।

টিআইবির প্রতিবেদনের বিষয়ে এখনও কোন মন্তব্য করেনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। তবে শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। শিক্ষক সমিতির নেতারা বলেছেন, তাদের কারোর সঙ্গে এ বিষয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। যাদের কাছে টিআইবি তথ্য পেয়েছে তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নিয়োগ নিয়ে ঢালাও নেতিবাচক রিপোর্ট দেয়ার মাধ্যমে টিআইবি বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে হেয় করেছে।

অন্যদিকে টিআইবির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম বলেন, টিআইবির উপস্থাপিত এই চিত্র সঠিক, যা হতাশাব্যঞ্জক এবং উদ্বেগজনক। একজন বখাটে ছাত্র সর্বোচ্চ ৩ থেকে ৪ বছর ক্যাম্পাসের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু একজন শিক্ষক যদি এভাবে অনৈতিকভাবে নিয়োগ পান তাহলে তিনি ৪০ বছর পর্যন্ত ক্যাম্পাসকে ক্ষতি করতে পারেন।

আমরা মনে করি, টিআইবির গবেষণার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে এ সংক্রান্ত অভিযোগ কোন ক্রমেই অস্বীকার করা বা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। গণমাধ্যমেও এ সংক্রান্ত খবর বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক যোগাযোগ ও তদবিরবাজির পাশাপাশি আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যদি অবৈধ উপায়ে অযোগ্য, অদক্ষ এবং মেধাহীন ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান তবে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় নেমে আসবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অনেকদিন ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশের সমঝোতার ফলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে নানা অনিয়মের ঘটনা ঘটছে। আমরা চাই, এই অনিয়মের অবসান হোক। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ সম্পর্কে সঠিক তদন্ত হোক। শুধু দায় অস্বীকারের মধ্য দিয়েই অনিয়মকে ধামাচাপা দেয়া যায় না। 'অন্যায় নেই' একথা না বলে অন্যায় আছে কিনা তা খুঁজে দেখতে হবে ইউজিসিকে। এই রোগের প্রতিষেধক খুঁজে বের করতে হবে। সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একটি স্বচ্ছ ও সমন্বিত নীতিমালা থাকা উচিত। সুনির্দিষ্ট নিয়মে স্বচ্ছভাবে নিয়োগের কাজগুলো করা গেলে অনিয়মের অভিযোগ আপনা থেকেই কমে আসবে।